দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা উন্নতির মন্ত্রশক্তি

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বলেন, আমরা যদি দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করতে চাই, যদি আমাদের অবস্থার সত্যিকার পরিবর্তন চাই, তাহলে আমাদের শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে করতে হবে গণতান্ত্রিক। অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে সকলের থাকবে সমান অধিকার। প্রধানমন্ত্রী একদিকে যেমন জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাটি বলেছেন, অন্যদিকে তেমনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন শিক্ষায় সমানাধিকারের ওপর। মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মন্ত্রশক্তি ও মূল চাবিকাঠি শিক্ষা। তাই শিক্ষা প্রসারে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে জাতিকে, গড়ে তুলতে হবে লাগসই প্রযুক্তি।

সভ্যতার বিকাশ ও মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি শিক্ষারই সোনার ফসল। শিক্ষার শক্তিতেই মানুষ নিজেকে চিনছে, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং জয় করেছে প্রকৃতিকে। দারিদ্র্য আর অনগ্রসরতার অভিশাপ মোচন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শিক্ষারই উপহার। যেসব জাতি উন্নত ও সমৃদ্ধ, সেগুলির প্রত্যেকটিতেই শিক্ষা বেশী। বাঞ্ছিত উন্নতি অর্জন করতে হলে আমাদেরও শিক্ষার হার বাড়াতে হবে, গ্রহণ করতে হবে যুগোপযোগী ও প্রয়োজনোপযোগী শিক্ষা।

ঐতিহাসিক কারণেই আমাদের দেশ অনগ্রসর ও দরিদ্র্য। ঔপনিবেশিক শাসনামলে এদেশ শুধু শোষিত ও লুণ্ঠিতই হয়নি, অবহেলিত-উপেক্ষিতও থেকেছে। জনবন্যা গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত প্রবলতর ও ব্যাপকতর করছে এদেশের সমস্যা-সংকট। এই বিপদ থেকে বাঁচতে হলে একদিকে যেমন সামাজিক বিপ্লব দরকার, অন্যদিকে তেমনি আবশ্যক নতুন নতুন শক্তি অধিকার। এমনিতেই আমাদের কপালে চেপে আছে জগদ্দল পাথর, এর উপর অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের বেড়ী আমাদের সব সময় টেনে রাখছে পেছনে। এই বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে, চোখের ঠুলি সরাতে না পারলে আমরা কোনমতেই সামনে এগুতে পারব না। পৌঁছতে পারব না। উন্নতি-সমৃদ্ধির স্বর্ণদুয়ার জগতে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, অজ্ঞতা-অনগ্রসরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সামাজিক বিপ্লব অপরিহার্য। এই বিপ্লবের জন্য আবার দরকার বিপ্লবের ক্ষেত্র এবং জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি। যুগোপযোগী শিক্ষাই বিপ্লবের ক্ষেত্র গড়ে এবং তৈরি করে মানুষের মন। একই সঙ্গে শিক্ষা মানুষের হাতে তুলে দেয় অসাধ্য সাধনের মন্ত্রশক্তি, দেখায় সামনে চলার পথ। আমাদের জাতি আজ যে সীমিত উন্নতি অর্জন করেছে, তার সবটুকুই শিক্ষার অবদান, আর অনগ্রসরতারও সবটুকুর জন্য দায়ী শিক্ষার অভাব।

জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজনীতা অনুভূত হয়েছে। আগেও এ ব্যাপারে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা মুখে বলাও হয়েছে অনেক। কিন্তু কাজ করা হয়নি তেমন কিছুই। কাজের চেয়ে প্রচারের ঢক্কা-নিনাদই ছিল বেশী। শিক্ষার অনগ্রসরতার জন্যই আজকের বিজ্ঞান আর সমৃদ্ধির যুগে বিশ্বে আমাদের দেশের অবস্থান সবার নিচে ও সবার পিছে।

দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসন শেষে দেশে আজ গণমানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব বর্তেছে জনগণের নির্বাচিত সরকারের উপর। এখন আশা করা যায় যে দেশবাসীর দুঃখ-কষ্ট দূরের আন্তরিক প্রচেষ্টা চলবে এবং তার ফলে ঘুরবে দেশ ও দেশবাসীর ভাগ্যের চাকা। জাতির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। প্রধানমন্ত্রী এই নতুন অধ্যায়ের প্রবেশপথটি দেখিয়েছেন। শিক্ষাই এই পথ। জাতির সবাই শিক্ষিত হলে তারা যেমন অজ্ঞতা, জড়তা ও পশ্চাৎমুখিনতা থেকে মুক্তি পাবে, তেমনি অধিকারী হবে নতুন নতুন কর্মক্ষমতারও। নব বলে বলীয়ান হয়ে জাতি বছরের পথ পাড়ি দিতে পারবে ছয় মাসে। এ কারণেই আমরা কালোপযোগী শিক্ষার দ্রুত বিকাশ চাই। আরও চাই সবার জন্য শিক্ষার অবারিত দ্বার। প্রধানমন্ত্রী এই প্রয়োজনটির কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। শিক্ষার সমানাধিকার, অর্থাৎ শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক করণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আমাদের আশা, এই পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হবে এবং প্রসারিত হবে সমগ্র দেশে।

শিক্ষা থেকে বেশী সুফল পেতে হলে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক নীতি অনুসরণ করা দরকার। এখনকার জগাখিচুড়ি বা বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা নয়, সব শিশুর জন্য একই শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া অত্যাবশ্যক। একটি বিশেষ বয়েস পর্যন্ত সবাইকে সাধারণ শিক্ষা দিতে হবে। এরপর বিশেষ শিক্ষার দ্বার অবারিত থাকবে শুধু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য। উচ্চশিক্ষা-যেমন ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বেশী জোর দিতে হবে। একই সঙ্গে সম্প্রসারিত করতে হবে বিভিন্ন বৃত্তিকরী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা। জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি এবং জনসাধারণের সেবার জন্য আমাদের বেশী দরকার টেকনিশিয়ান, প্যারামেডিকস ও কৃষিকর্মী। এ ধরনের জনশক্তি তৈরিতে বেশী গুরুত্ব আরোপিত হলে দেশ একদিকে উপকৃত হবে, অন্যদিকে রোধ হবে জাতীয় সম্পদের অপচয়ও।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশের সমৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে লাগসই প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি প্রসারে ও প্রয়োগে বিশেষ জোর দেয়ার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই সুপরিকল্পিত ও বাস্তবমুখী হতে হবে। জাতির দ্রুত অগ্রগতি অর্জন এবং মেধা ও সময়ের অপচয় রোধের জন্য এই শিক্ষা অপরিহার্য।